দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

36

রাজধানীর স্কুলগুলোতে এবারে ভর্তি সমস্যা প্রকট রূপ নিতে পারে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করার জন্য নগরীর অল্প কিছু ভাল স্কুলে ভিড় করছেন। এসব স্কুলে আসন সংখ্যার চেয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। এ অবস্থায় তারা পুরোপুরি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। অথচ সরকার এ সঙ্কট নিরসনে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

নগরীর বিভিন্ন স্কুল ও কিন্ডার গার্টেনের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, এসএসসি পরীক্ষায় অল্প যে কয়েকটি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা খুব ভাল ফল করে, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ঝোঁক সেই স্কুলগুলোর প্রতি। অধিকাংশ ভাল স্কুলেই এখনও ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এসব স্কুলের ছাত্র ভর্তি সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় রয়েছে বাকি অধিকাংশ স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন। কারণ, ভাল স্কুলগুলোতে যারা ভর্তি হতে পারে না, সাধারণত তারাই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করে।

রাজধানীর প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্কুলে যোগাযোগ করে জানা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদায়ী শিক্ষা বছরের ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফল প্রকাশের পর শূন্য আসন সংখ্যার ভিত্তিতে নতুন শিক্ষা বর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে কয়েকটি স্কুলে ইতোমধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

রাজধানীর স্কুলগুলোতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। ভর্তির জন্য অভিভাবকরা যে হারে আসছেন, আসন সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত উদয়ন স্কুলে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে জানুয়ারি মাসের চার তারিখ স্কুল খোলার পর। মূলত প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। অন্যান্য ক্লাসে ভর্তির বিষয়টি আসন শূন্য থাকার উপর নির্ভর করছে। বর্তমানে স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনই বহুসংখ্যক অভিভাবক এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ভিড় করছেন। কাকরাইলে অবস্থিত উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে চলতি মাসের শেষার্ধে। এ স্কুলে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে 'ডোনেশন' নিয়ে ভর্তি করা হয়। তারপরও ভর্তিচ্ছুদের ভিড় সামলানো দুরূহ হয়ে পড়ে বলে এক শিক্ষক জানান।

হলিক্রস স্কুলে ১৯৯৪ সাল থেকে 'দিবা শাখা' চালু হচ্ছে। রবিবার এ শাখায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর মোট দুই শ' আসনের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহজাদা মোঃ আলী জানান, কিন্ডার গার্টেনগুলোতে ভর্তি শুরু হবে সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি শেষ হবার পর। ৯০টি রেজিস্টার্ড কিন্ডার গার্টেনসহ প্রায় নয় শ' কিন্ডার গার্টেনে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার শিক্ষার্থীর পড়াশুনার সুযোগ আছে। শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়লেও আসন সংখ্যা আর বাড়ানোর তেমন কোন সুযোগ নেই। এ অবস্থা স্কুলে ভর্তির সঙ্কটকে এবার আরও তীব্রতর করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ গোড়ান এলাকার ব্যবসায়ী কাজী আনোয়ার হোসেন জানান, তার একমাত্র সন্তান রাবেয়া ফেরদৌসকে এবার ভাল কোন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করতে চাচ্ছেন। এ নিয়ে তাকে কাটাতে হচ্ছে অনিশ্চিত সময়।

সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, নগরীর স্কুলগুলোতে প্রতি বারের মতো এবারও ভর্তি সমস্যা হতে পারে। তবে এ সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। সরকারী স্কুলগুলোর পাশাপাশি এবার থেকে বেসরকারী স্কুলগুলোতেও 'ডবল শিফট' চালু করা হতে পারে। আসন সংখ্যা কিছুটা বাড়ানোরও সম্ভাবনা আছে। তবে এখনও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বলে উল্লেখ করেন।